যা হারিয়ে যায়...

তপতী বাগচী

।। এক।।

গেট বন্ধ করে ফিরতেই পেছন থেকে কে যেন ডাকল মনে হল। ঘুরে দাঁড়াল রাকা। বারান্দায় গ্রীলের নকশা দুহাতে আঁকড়ে দাঁড়ানো প্রদীপদার মা। মহিলাকে আগেও দেখেছে রাকা, কথা হয়নি কখনো। ছোটো ছোটোখাটো শরীরে একটা ঢলঢলে বিবর্ণ ম্যাক্সি। হাতছানি দিয়ে ডাকছেন, একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গেল রাকা। —শোনো, আমার না চাবির গোছাটা হারিয়ে গিয়েছে জানো? কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। কি হবে বলতো?

এমন কথার কি আর জবাব দেখা যায়। একেই বৃষ্টিতে সপ্‌সপে ভেজা জামাকাপড়। এদের বাড়ির নাম্বারটা অসংখ্যবার ট্রাই করেছে রাকা, প্রতিবারই 'স্যরি, দিদি টেলিফোন নাম্বার ডাজনট এক্সিস্ট'। ল্যান্ডফোন মনে হয় সারেন্ডার করে দিয়েছেন। ভুল হল। এভাবে আসা উচিত হয়নি। প্রদীপদার ফেরার সময় হয়নি এখনো। বৌদিও নেই। কি আর করা। ফিরেই যেতে হবে। হাতের বইগুলোর দিকে অসহায় তাকাল রাকা। এগুলো আবার বয়ে নিয়ে যেতে হবে। লিট্‌লম্যাগ এর সংখ্যাগুলো প্রদীপদা চেয়েছিলেন। এখন অফিসফেরত ক্লান্ত লাগছে খুব। অনিচ্ছুক হেসে রাকা বলল— ভালো করে খুঁজুন, ঠিক পেয়ে যাবেন কোথাও।— পাবো বলছো? কিন্তু কোথায় খুঁজি বলতো, এত্ত বড় বাড়ি আমার, রান্নাঘর শোবারঘর ভাঁড়ার ঠাকুরঘর বাগান উঠোন গোয়াল পুকুরঘাট। কখন যে আঁচল থেকে পড়ে গেল! কত্তা জানলে আর রক্ষে রাখবেন না। প্রদীপদার এক চিলতে ফ্ল্যাটে গ্রীলবন্দী বেপথু দুচোখ এখন দিশেহারা। রাকার মনটা ভারী হল।— এখন আসি মাসীমা। বৌদিকে বলবেন। পরের কোনোদিন আসবো। পেছন থেকে তখনো কাতর অনুরোধ বাজছে— ও মেয়ে এসো কিন্তু, কারো সময় নেই, কেউ খুঁজে দেয় না...

সিঁড়িতে জল -পা এঁকে সপ্‌সপ্‌ করে রাকা উঠে এল ওপরে। সব ঘর অন্ধকার। জানাগুলো বন্ধ। পাপুলের ঘরে ও একমনে কম্পিউটারে গুলিগোলা ছুঁড়ে যাচ্ছে। এই গেমগুলো কেমন যেন রাকার সহ্য হয় না। গেমটা অপারেট করতে করতে পাপুলের মুখ কেমন এক চাপা হিংস্রতায় ভরে যায়। কানে ইয়ারপিস গোঁজা। ধাক্কা না দিলে জানতেই পারবেনা যে কেউ ঘরে ঢুকছে। কখন যে কলেজ থেকে ফিরেছে কে জানে।

জানালাগুলো খুলে দিলো রাকা। আঃ ঠান্ডা হাওয়া! ও কেঁপে উঠল একটু। ভেজা জামা কাপড়গুলো বদলে খাবারটা গরম করে দুকাপ চা নিয়ে পাপুলের ঘরে গেল। ইয়ারপিস খুলে দিয়ে ছোট্ট করে কান মুলে দিল ওর। মনিটার থেকে চোখ না সরিয়ে পাপুল হেসে বললো— কখন এলে মম্‌? ওঃ থ্যাঙ্কস্‌ ফর টি! কখন থেকে একটু চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল জানো!

—তা করে নিসনি কেন কুঁড়ের বাদশা? টি ব্যাগ তো ছিলোই। খাবারটা গরম করে খেয়েছিল?—হুঁ। যুদ্ধ অব্যাহত রেখে ছোট্টো জবাব দেয় পাপুল।

—কিছু খাবি এখন?

—নাঃ সময় নেই। জাভার ক্লাসটা আজই শুরু হচ্ছে। কিট্টুর আগে পৌঁছতে হবে। পি সি শাট ডাউন করতে করতে ভ্রূ কুঁচকে বলল — কিট্টুটার বড্ড বার বেড়েছে। বেশী কেত্‌ নিচ্ছে আজকাল। ধরে অ্যায়সা ক্যালানি দেবনা, আমার কাছে বাওয়াল!

—কেন রে?

—আরে কদিন ধরে শ্রেয়ার পেছনে লাইন মারছে। শ্রেয়া ও দেখছি বেশ পাত্তা দিচ্ছে। আজকাল এরকম কথা বিনিময় হচ্ছে মা ছেলের মধ্যে। এ বিষয়ে রাকাই উদ্যোগী হয়েছিল। নয়তো ছেলেটা মা'র সঙ্গে বলবার কথা হারিয়ে ফেলছিল। তার ক্রমপ্রসরমন জগতে আজকাল রাকার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তাতে ছেলেটাও সব সময়ে কেমন একটা অপরাধবোধে ভুগতো। রাকা ধীর এবং কুশলী পা রেখেছিল ওর নতুন পৃথিবীতে। তবু সব দরজা সব সময়ে খোলা তো পাওয়া যায় না। রাকা সচকিত হল।—শ্রেয়ার পেছনে কিট্টুরচন্দর লাইন মারছে, মারুক না। তাতে তোমার ভ্রূযুগল সেকেন্ড ব্র্যাকেট কেন হে পাপুল বাবু?

—আফটার অল শ্রেয়া ইজ মাই কেস মম্‌!

রাকা ঠেক খেল। শ্রেয়া একটি সুন্দর মিস্টি কিশোরী মেয়ে। সে কারো 'কেস' হতে যাবে কেন? আর তাছাড়া প্রিয়াঙ্কারই বা কি হল? যার সঙ্গে খুম থেকে ওঠার থেকে শুরু করে ফের ঘুমোতে যাওয়া অব্দি, এমনকি শুয়ে শুয়েও মোবাইলে কথন, মেসেজ বিনিময়, একত্রে দীর্ঘ দীর্ঘ সময়ের প্রোগ্রাম। তারপর হঠাৎ করে 'শ্রেয়া ইজ মাই কেস' হয়ে উঠল কবে

থেকে? রাকা বলেই ফেলল— সে কিরে! তোর প্রিয়াঙ্কার কি হল?

খানিক গম্ভীর পাপুল — কি আবার হবে, নাথিং স্পেশাল।

—তো?

— ওফ্ ! কোন 'তো' নেই। ও সব তুমি ঠিক বুঝবেনা মম্। যাওতো এখন আমি চেঞ্জ করবো। কেউ ফোন টোন করলে বলার দরকার নেই কোথায় গিয়েছি। ওকে? রাকা চোখ সরু করে বললো — শ্রেয়া করলেও?

গাম্ভীর্য্য না ভেঙ্গে পাপুল — ও সেলনাম্বার জানে।

ফ্রিজ খুলে রাকা পরের দিনের কর্মসূচী ঠিক করে নিচ্ছিল। রান্নার মেয়েটা চলে আসবে। ওকেও কিছু নির্দেশ দেবার আছে। ওয়াশিং মেশিনে কিছু কাপড় ভেজালো। সকালে আজকাল আর পেরে ওঠেনা। কাল আবার কিছু বাজার ও করতে হবে। ঘরে কোনো ফল নেই। সব সেরে রাকা ডায়েবীটা নিয়ে বসল। কতদিন পর। যেন পুরোনো বন্ধু ওরই অপেক্ষায় ছিল। 'যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর...' গুনগুন করে সুর তুলছিল গলায়।

।। দুই।।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কানে মোবাইল চেপে অনবরত কথা বলতে বলতে ঢুকলো তপন ...শুনুন, সিকিউরিটিকে অ্যালার্ট করুন...না না এভাবে কিছু...আচ্ছা সেটা ঠিক আছে... কিন্তু...কি? ? কন্ট্রাকচুয়াল লেবারদের আবার ইনসেনটিভ কিসের? হিউম্যানিটি গ্রাউন্ড! ...হাসালেন মশাই...কোন সাইড থেকে আমাকে হিউম্যান বলে মনে হয় আপনার? আমি আপনি কেউ আর হিউম্যান নেই বুঝলেন! ওসব ইউনিয়নের প্রেশার ফেসার দেখাবেন না ..উল্টো প্রেশার দিন। কাউন্টার ম্যানেজমেনট কথাটা শোনেননি? এক কাজ করুন, চাড্ডা কে বলে আজিজের সোর্সটা কাজে লাগান...আরে ধুর...এগুলো এখনো আপনাকে বলে দিতে হয়...এসব ক্যালানে অ্যাটিচুড ছাড়ুন তো এবার... কথা চলতে চলতেই ব্রিফকেস থেকে ঠান্ডাজলের বোতল বের করে রেখেছে। সকালে বানিয়ে রাকা চিকেন স্যান্ডুউচের পুর আর ব্রেড বের করেছে। চায়ের জল চাপাতে গিয়ে দোনামানা করছিল, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আছে, কে জানে কফিই পছন্দ করবে হয়তো। দরজা নক করেছে বাথরুমের। ভেতরে অজস্র ধারাপাতের ভেতর থেকে ভেসে আসছে সুর। তপনের প্রিয় গান—চলো একবার ফিরসে আজনবী বন্ যায়ে দোনো। অনেকদিন পর তপনের গলায় এই গান। প্রথম শুনেছিল সেই হনিমুনে গিয়ে। গানটা তার অনেক বিধুর স্মৃতি উসকে দিচ্ছিল। গ্যাস অন করে কিচেনর‍্যাক থেকে কাপডিস নামাতে নামাতে আনমনে সেও গুনগুন করে উঠল ওই সুর।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তপন একটু চেঁচিয়ে বললো - গেস্টরুমটা রেডী করিয়ে রেখোতো, পরশু রুনি আসছে দার্জিলিং মেলে। কয়েকটা দিন থাকবে এবার। ভাবছি লাভা লোলোগাঁও একটা ট্যুর প্রোগ্রাম করলে কেমন হয়?

দার্জিলিং পাতার সুবাস ঠিক মত এসেছে কিনা পরখ করতে গিয়ে ছ্যাঁকা খেল রাকা। কল খুলে জলের তলায় ধরেছে আঙুলটা। লাল হয়ে উঠেছে। খানিকক্ষণ আরাম। জল থেকে সরালেই ফের সেই জ্বালা। তাড়াতাড়ি স্যান্ডুইচ চায়ের কাপ, চিলি সসের শিশি সাজিয়ে দিল টেবিলে। স্যান্ডুউচ চিবোতে চিবেতে তপন বলল— তোমার পেয়ারের নন্দন কে বলে দিও যে হেলমেটটা ওকে আমি দেখার জন্য কিনে দিইনি। ওটা যেন দয়া করে মাথায় পরে যায়। তিনি গেলেন কোথায়?

—কম্পিউটার ক্লাসে। জাভা শিখছে।

—শিখছে না ঘোড়াড্ডিম! যাচ্ছে তো আড্ডা মারতে, বাপের টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। প্রেম ফ্রেম করছে কিনা কে জানে, উপার্জন করতে হলে বুঝতো। টাকাগুলো আকাশ থেকে পড়েনা, ঘাম ঝরাতে হয়। আমার শালা এদিকে জান বেরিয়ে যাচ্ছে...আছে বেশ।

—কি যে বল, পড়াশোনাটাই তো এখনো শেষ হলোনা...

—এই তোমার জন্যই আরো দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে ছেলেটা। অমানুষ হচ্ছে একবারে। কোন কথাই গায়ে মাখেনা। রোজই বলছি হেলমেট পরে যাবার কথা আমলই দেয় না। কি অডাসিটি! আমরা এসব কোনোদিনো ভাবতে পেরেছি।

—ঠিক আছে চিন্তা করোনা। আমি বলবো ওকে। ওর কি একটা অসুবিধের কথা বলছিল যেন...ও হ্যাঁ, বৃষ্টি চলছে তো কদিন ধরে। রেনকোটের হুড আর হেলমেট দুটো একসঙ্গে ম্যানেজ করতে পারছে না।

—ধুর! যত্ত সব ফালতু বাহানা, যেদিন কিছু একটা হবে, সামলাতে হবে তো শালা আমাকেই...

—তুমি কি বলছিলে, ট্যুর প্রোগ্রামের কথা?

তপনের মুখ আলো হয়ে উঠল। -হ্যাঁ হ্যা রুনি আসছে শুক্রবার, শনি রবি আর তার সঙ্গে সোমবার জুড়ে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করে ফেলি কি বলো?

—সোমবার তুমি বেরোতে পারবে? ছুটি পাবে কি করে?

—ও ম্যানেজ হয়ে যাবে।

—মানে? পাপুলের মাড়ি অপারেশন মনে আছে, সেই সোমবারই পড়ল। তুমি কিছুতেই থাকতে পারলেনা। উঃ সে কি ব্লিডিং! তোমার নাকি সোমবার মরার সময়ও থাকে না।

—আরে বাবা, বলছিতো হয়ে যাবে। ও আমি এরকম অ্যারেঞ্জ করেই রেখেছি।

—ও, আচ্ছা। তা স্বদেশদা পুলু ওরাও আসছে তো?

—না, ও একাই আসছে। পুলু তো বেঙ্গালুরুতে। স্বদেশ ওখানেই গিয়েছে।

—রুনি বেশ পারে না? গত ডিসেম্বরে মনে আছে স্বদেশদার ফোনের পরে ফোন...

—রুনিটাতো ওরকমই। আজকে নতুন নাকি?

—হ্যাঁ, রাঙাপিসির কাছে শুনেছি, জোর করে বিয়ের আসরে পাঠানো হয়েছিল। বিষ, খাবার হুমকি দিয়ে, আছাড়ি পিছাড়ি কান্নাকাটি করে একসা দেড় মাসের পুলুকে ফেলে রেখেও তো একবার ছুটে এসেছিল তোমার কাছে।

—তোমরা তো আর জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকো নি। ওসব বুঝবেনা। ওঃ হো তোমার তো আবার তিন কুলে কেউ নেইও, যাবেই বা কোথায়।

—হ্যাঁ, জয়েন্ট ফ্যামিলিতে অনেক মজা। শুনেছি। রুনিও বলেছে কিছু কিছু...

—আরে ও পাগলিটার কথা ছাড়ো। সংসারে ওর মনই বসলোনা, মাঝে মাঝে ওর তপুদাকে না দেখলে নাকি ওর মাথা খারাপ হয়ে যায় হাঃ হাঃ...যাকগে পেপারগুলো দাওতো, আর টিভিটা অন করে রিমোটটা আমাকে দিয়ে যাও।

।। তিন।।

অনেক রাত কেন যেন ঘুম আসছে না কিছুতেই, ভেতরে স্নায়ুগুলো বড় টান টান আর নিষ্ঠুর ভাবে সজাগ আছে। তৃপ্ত তপন পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে মৃদু। ওর ঘুমের সঙ্গে মিশে আছে খুশী উদ্‌যাপনের কয়েক গ্লাস ঘোর। কম্পিউটারের আওয়াজ এবং মোবাইলকথা শেষ হয়ে পাপুলের ঘর ও ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। কত রাত কে জানে! বিছানায় উঠে বসে রাকা। ঢকঢক করে জল খায়। ঘরটা বড্ড গুমোট। বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে মুখে জল চাপড়ায়, তোয়ালে চেপে মোছে। ছোটো আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখে, দুটো দশ। ডাইনিং স্পেসের জানালা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে যায় রাকা। মেঘ জল কেটে গিয়ে চাঁদ জ্বলজ্বল করছে আকাশে। যতদূর চোখ যায়, আশ্চর্য রূপসী হয়ে উঠেছে আকাশ। পরপর ছাদ, চিলেকোঠাগুলো, নারকেল-সুপুরির পাতা। রাকার বড় লোভ হলো একবার ওপরে যেতে। কেমন চোরা টান লাগছে নিজেকে আর আটকালনা ও। বেড়াল পায়ে ঘর পেরোলো রাকা। ড্রয়িং রুম ছাড়ালো লঘুছন্দে, দরজা খুলে পা রাখলো ওপরের সিঁড়িতে আর হাতের টানে কট্ করে আটকে গেল সদর দরজার ইয়েল লক। বড্ড কানে লাগল। শব্দটা যেন কোনো কিছুর থেকে বিযুক্ত করল রাকাকে। ছাড়িয়ে নিল। তরতরিয়ে সিঁড়ি টপকাল ও। দরজা খুলে ছাদে পা দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল রাকা। এ এক অন্য পৃথিবী। চাঁদ এখানে নিজেই বুনেছে রূপোলি জরির মিহি জাল। আর তাতে ধরা দিয়ে নিজেই হাসছে। বড় রহস্য যে হাসিতে। সময়ের কোনো অদেখা প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়েছে রাকা। ওর শরীরে শরীরে কিসের যেন গাঢ় মন্থন। নিজেকে ওর কেমন অবাস্তব অশরীরী লাগছে। অবয়বহীন নিরালম্ব সে। কিছু নেই ধরবার আগলাবার। যা কিছু রাকাকে টেনে রাখে মাটির দিকে সে সব অদৃশ্য। সুতোগুলো বড় আলগা এখন। হালকা। পা মাটিতে ঠেকছে না। আর জ্যোৎস্না ঘন হতে হতে কুয়াশার মত। ওটা কে? রুনি না!—রুনি তুমি এখানে! কখন এলে?

—বৌমণি দ্যাখোনা আমার লকারের চাবিটা কোথায় ফেলেছি। ওর ভেতর তপুদার সব চিঠি কিছুতেই কোথাও পাচ্ছি না জানো! দেখেছ নাকি গো?

পেছন থেকে কে যেন বলল-ও মেয়ে আমার চাবির গোছাটা দে না খুঁজে!

—ও মাসীমা আপনি এখানে? বাঃ এরকম ঘোমটা মাথায়, সিঁদুরের টিপ, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তো আপনাকে!

—হ্যাঁরে মেয়ে, তা তুই এখানে কেন? তোর ও কি চাবিগুলো সব হারিয়ে গেছে?

ঘোরের আস্তরণ ফুটে রাকার মনে পড়ে গেল তার কোন চাবি হারায়নি। সে তো চাবি ফেলে রেখে দরজা টেনে দিয়ে চলে এসেছে। ওখানে পড়ে আছে ওর অন্য এক অস্তিত্ব। বড্ড ভাল লাগল। সে কৌতুকভরে দেখতে থাকল বন্ধ দরজাগুলোর আকুতি!